রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

সাবেক উপাচার্য জলিলের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর ●

রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মুহাম্মদ আবদুল জলিল মিয়া ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. শাহজাহান আলী মণ্ডলের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তাঁদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ করা হয়েছে।

দুদক সমন্বিত রংপুর জেলার উপপরিচালক মো. আবদুল করিম গতকাল বৃহস্পতিবার ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) ধারা ও দণ্ডবিধি ১০৯ ধারায় কোতোয়ালি থানায় এই মামলা করেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, আবদুল জলিল মিয়া ২০০৯ সালের ৭ মে উপাচার্য হিসেবে যোগদানের পর থেকে চলতি বছরের ৫ মে পর্যন্ত উপ-রেজিস্ট্রার (বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার) মো. শাহজাহান আলী মণ্ডলের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে অনুমোদিত ২৮৫ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্থলে ৬৭৪ জনকে নিয়োগ দেন।

এর মধ্যে উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এ টি জি এম গোলাম ফিরোজ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ফিরোজুল ইসলাম, সেকশন অফিসার (গ্রেড-২) সিরাজুম মুনীরা, সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) রেজাউল করিম, সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) শাহ খন্দকার আশরাফুল ইসলামসহ উপ-রেজিস্ট্রার মো. শাহজাহান আলী মণ্ডলের নিয়োগও যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হয়নি।

আবদুল জলিল মিয়া বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৯ এর ২৭ (১) ধারা লঙ্ঘন করে নর্থ বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করেন। আইনের তফসিলে বর্ণিত ৫ (৯) ধারায় পরিপন্থী কাজ করে তিনি সেখানে ছয় মাসের অধিক সময়ের জন্য অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেন। তিনি (উপাচার্য) ডিন নিয়োগের ক্ষেত্রেও ২৬ (৫) ধারা লঙ্ঘন করে গাজী মাজহারুল আনোয়ারকে ডিন নিয়োগ দেন। এ ছাড়া ওই আইনের ১৯ (১) ধারা অনুযায়ী বছরে ন্যূনতম একবার করে সিনেট সভা হওয়ার কথা থাকলেও তাঁর চাকরির চার বছরে একবারও বিশ্ববিদ্যালয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সর্বময় ক্ষমতা দখলকারী সিনেট সভা আহ্বান করা হয়নি।

মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে দুদকের উপপরিচালক মো. আবদুল করিম বলেন, প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনের পর মামলা করা হয়েছে।